76

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 JAN 1996 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ... ১ ...

কুমিল্লা বোর্ডের চার হাজার ছাত্রছাত্রী

ফল প্রকাশের সাড়ে চার মাস পর ১৯৯৫ সালে কুমিল্লা বোর্ড থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়া প্রায় চার হাজার ছাত্রছাত্রীর ফল বাতিল করা হয়েছে। এই ছাত্রছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনে গোলমাল ধরা পড়ার পর তাদের মার্কশিট আর সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোতে পাঠানো হয়নি। এ ঘটনার সাথে জড়িত দু'শতাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তাদের এক বছরের বেতন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি এ সংক্রান্ত একটি খবর সহযোগী দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে। যশোর বোর্ডের মতোই কুমিল্লা বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মচারীর 'সহযোগিতা' ছাড়া এ ধরনের গোলমেলে রেজিস্ট্রেশনের ঘটনা ঘটতে পারে না। তারাই স্কুল শিক্ষকদের কাছে শেষ 'প্রশ্ন ব্যাংকে'র সুযোগ নিতে চাওয়া নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'ত্রুটিপূর্ণ' বা 'একই নম্বরের' রেজিস্ট্রেশন ফরম পাঠিয়েছিল। 'অনিয়মিত' ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা সোৎসাহে এ কাজে যোগ দিয়েছেন, পয়সাকড়ি যুগিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হলো বোর্ডের এই অসৎ কর্মচারীরা কেন শাস্তি পাবে না। যশোর বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির জন্য দায়ী বোর্ড কর্মচারীদের শাস্তি দেয়া হয়েছিল। পরে আবার বরখাস্ত হওয়া কয়েকজন কর্মচারীকে অর্থদন্ডের বিনিময়ে চাকরিতে পুনর্বহাল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ঐ বোর্ড চেয়ারম্যান। তার এই সিদ্ধান্ত বাতিল হওয়া উচিত। কুমিল্লা বোর্ডের চার হাজার রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির নায়কদেরও চিহ্নিত করা হোক।

যশোর বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারি ধরা পড়েছিল পরীক্ষা শুরু হবার আগে। পত্রিকায় প্রচুর লেখালেখি হবার পর জরুরি তদন্ত হয়েছিল। ভুয়া রেজিস্ট্রেশনগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো বাতিল করা হয়েছিল। ভুয়া পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়নি।

কিন্তু কুমিল্লা বোর্ডের ক্ষেত্রে তা হলো না। যারা নিয়ম বহির্ভূতভাবে রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিল, তাদের পরীক্ষা দিতে কোনই অসুবিধা হয়নি। বোর্ড তাদের ফলাফলও প্রকাশ করেছিল। বলা যায় প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে তাদের আটকানো হয়েছে।

বোর্ড কর্তৃক ফল প্রকাশের পর মার্কশিট না পাঠিয়ে চার হাজার ভুয়া রেজিস্ট্রেশনধারীর পরীক্ষা বাতিল করাটা অবশ্যই কর্তৃপক্ষের অদক্ষতার প্রমাণ দেয়। পরীক্ষা শুরুর আগেই কেন ভুয়া পরীক্ষার্থীদের চিহ্নিত করা গেল না তার জবাবদিহি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের করতে হবে। ফল ঘোষণার আগেও যদি ভুয়া পরীক্ষার্থীদের চিহ্নিত করে তাদের খাতাপত্র ইত্যাদি বাতিল করা হতো, তবে আজ যারা সহানুভূতি জাগানোর চেষ্টায় আছেন কিংবা ক্ষোভ জানাচ্ছেন, তারা সে সুযোগ পেতেন না। তবে বিলম্বে হলেও যে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাকে সত্য বলেই মানতে হবে। রেজিস্ট্রেশন কেলেংকারির সঙ্গে জড়িত সকল পক্ষ যেন নিয়ম অনুযায়ী শাস্তি পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। যশোর বোর্ডের মত একপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে শাস্তি পেল বলে তাদের শাস্তি কার্যকর হবে, আর অন্যপক্ষ বোর্ড কর্তৃপক্ষের দ্বারা শাস্তি পাবে বলে কথিত আপিল বিবেচনাকারী কমিটি ও বোর্ড চেয়ারম্যান দয়াবশত তাদের ক্ষমা করে দেবেন তা যেন না হয়। এতে করে ন্যায়বিচার যেমন করা হয় না তেমনি বোর্ডের বহুল আলোচিত দুর্নীতিবাজদের আস্কারাও দেয় হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।